দৈনিক বাংলা

CC6

তারিখ ..26 AUG. 1987... ...
পৃষ্ঠা... .. ....১ কলাম ..৪... ...

ভার্সিটি পরিবেশঃ সিনেটে তুমুল বিতর্ক

(স্টাফ রিপোর্টার)

তুমুল তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের মুলতবী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রারম্ভে গত ১৪ই ও ১৫ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সশস্ত্র সংঘর্ষে গুলিতে নিহত ওয়াদুদ হালিম, আসাদ আহমেদ মুন্না ও রিকশা- (৩-এর পৃষ্ঠায়)

সিনেটে তুমুল বিতর্ক

১ম পৃঃ পর

ওয়ালা রহিম এবং বিরোধীদল আহূত গত ৫৪ ঘন্টা হরতাল চলাকালে নিহতদের স্মরণে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ ও দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়।

সিনেটের মুলতবী সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট।' কিন্তু সিনেট সদস্য ম আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। এই নিয়ে সিনেট সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হয়। পরে আলোচ্যসূচী নিয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটে বিশ্ববদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবটি পাস হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে সিনেট সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সিনেট সভায় একটি বিবৃতি পাঠ করেন।

বিবৃতিতে গত ১৫ই জুলাইয়ের ঘটনার উল্লেখ করে ভিসি বলেন, সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র ওয়াদুদ হালিম রাতে গুলিতে নিহত হন। তার এ মৃত্যু সম্পর্কে দু ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, হালিমের মৃত্যুর পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মীরা তার লাশ নিয়ে হাসপাতালে যায়। এর পর বিভিন্ন হলে ছাত্র লীগের (মু-না) বেশ কিছু কক্ষ ভাঙচুর হয়। এ ঘটনার পর ১৫ই জুলাই সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভা সকালে শুরু হয়। কিন্তু সভা চলাকালীন কিছু অস্ত্রধারী এস এম হল আক্রমণ করে। এ ঘটনায় একজন ছাত্র ও একজন রিকশাওয়ালা গুলিবিদ্ধ হন। পরে হাসপাতালে তারা মারা যান। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ভাইস-চ্যান্সেলরের বিবৃতি পাঠের পর কয়েকজন সিনেট সদস্য সভায় বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, প্রফেসর ম আখতারুজ্জামান, প্রফেসর কে এ এম সাদউদ্দীন, ডক্টর মশিহুজ্জামান, আলমগীর সিরাজউদ্দীন, এ বে আবদুস সালাম প্রমুখ।

জনাব ম আখতারুজ্জামান বলেন সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তদন্তের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তা মূলত 'আইনগত মারপ্যাচ'। প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে রাখার জন্যেই তা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, উপর্যুপরি সন্ত্রাসের ঘটনায় শিক্ষক হিসাবে আমরা ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে আপনি প্রফেসর মান্নান এবং সমগ্র প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কারও জীবন নিরাপদ নয়।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর সা'দ উদ্দীন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সশস্ত্র সন্ত্রাসমূলক ঘটনার সময় বার বার সরকারের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

জনাব সা'দ উদ্দীন আরও বলেন, গোলাগুলি ও খুনের তদন্ত রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ছাড়া সঠিক হতে পারে না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারী পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রয়োজন বলে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন।

ডক্টর মশিহুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ব্যাপারে সিন্ডিকেট অনেক পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়নি। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তখনই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করলে পরবর্তী ঘটনার উদ্ভব হতো না। তিনি গুলিতে দু'জন ছাত্র ও একজন রিকশাওয়ালার মৃত্যুর জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরকে দায়ী করেন।

ডক্টর মশিহুজ্জামান এ ব্যর্থতার জন্য ভিসি প্রফেসর মান্নান ও প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীনের পদত্যাগ দাবী করেন।

সিনেট সদস্যদের বক্তব্যের জবাবে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়নি। এছাড়া, হল খালি করে দেয়ার ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ পুরো ঘটনা তাদের ওপর ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলে কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী হননি। এজন্যে বন্ধ দেয়া হয়নি।

প্রো-ভিসি ডক্টর এমাজউদ্দীন বলেন, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্যে যদি লজ্জিত হতে হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকেই হওয়া উচিত। তিনি বলেন, অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রশাসনই অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। এ দায়িত্ব প্রশাসনের নয়। তিনি আরও বলেন, ১৫ই জুলাই এস এম হলে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় পুলিশ ডাকা হয়। কিন্তু তারা আসতে দেরী করেন। সিনেট সভা আগামী ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়েছে।